কল্যাণ তহবিল নীতিমালা

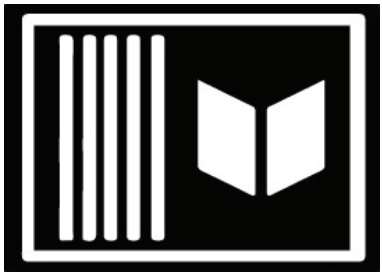

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন
BCS GENERAL EDUCATION ASSOCIATION

কল্যাণ তহবিল নীতিমালা

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন
শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট, মেহেরবা প্লাজা, ৩৩ তোপখানা রোড, ঢাকা

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

ক. এই নীতিমালা বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন 'কল্যাণ তহবিল নীতিমালা (সংশোধিত)-২০২৪' নামে অভিহিত হবে।

খ. এই নীতিমালা ১ জুলাই ২০২৪ খ্রি. হতে কার্যকর হবে।

গ. এই নীতিমালা শুধু কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২. সংজ্ঞা : বিষয় বা শব্দার্থের কোনোরূপ বৈপরীত্য দেখা না দিলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু না থাকলে-

ক. 'সাধারণ সদস্য' বলতে কল্যাণ তহবিলে নির্ধারিত চাঁদা প্রদানকারী সদস্যকে বুঝাবে

খ. 'পরিচালনা কমিটি' বলতে কল্যাণ তহবিল পরিচালনার নিমিত্তে গঠিত কমিটিকে বুঝাবে।

গ. 'পরিবার' বলতে সদস্যের স্বামী/স্ত্রী, পিতা/মাতা ও তাঁর উপর নির্ভরশীল পুত্র/কন্যাকে বুঝাবে।

ঘ. 'অ্যাসোসিয়েশন' বলতে বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন-কে বুঝাবে।

ঙ. 'আজীবন' বলতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী সদস্যের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সময়কে বুঝাবে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দশ্য

ক. কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী সদস্যের গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।

খ. সদস্যের অকালমৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে অথবা কোনো সদস্য স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করলে সহায়তা প্রদান করা।

গ. মৃত সদস্যের পরিবারকে প্রয়োজন সাপেক্ষে এককালীন বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে মাসিক বা বার্ষিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

ঘ. মৃত সদস্যের মেধাবী সন্তান/সন্তানদের পাঠদান কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা।

ঙ. গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যকে সহায়তা প্রদান করা।

৪. সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়া

ক. বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ এ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি সদস্যের এক মাসের মেডিকেল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ কল্যাণ তহবিলে প্রদান সাপেক্ষে সদস্যপদ লাভ করবেন।

খ. প্রত্যেক সদস্য বার্ষিক ৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা) হারে চাঁদা প্রদান করবেন। এই চাঁদা বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের স্ব স্ব ইউনিটের মাধ্যমে প্রদান করবেন। বার্ষিক চাঁদা প্রতি বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ এর মধ্যে প্রদান করতে হবে। পরপর ২ বছর বার্ষিক চাঁদা প্রদান না করলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে।

গ. ৩১.১২.২০২৩ তারিখের আগে যোগদানকৃত কর্মকর্তাগণ এবং ০১.০১.২০১৯ তারিখের পর যে সকল সদস্য অবসরে গেছেন তাঁরা সবাই আগামী ৩০.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে সদস্য হবার সুযোগ পাবেন। ৩১.১২.২০২৩ তারিখের পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে যোগদানের পর প্রথম ৬ মাসের মধ্যে নির্ধারিত চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে সদস্য হতে পারবেন।

ঘ. কর্মকর্তাগণ এককালীন ১৫,০০০/= (পনেরো হাজার) টাকা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন সদস্যপদ লাভ করবেন। এক্ষেত্রে উক্ত সদস্যকে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না।

ঙ. এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করলে উক্ত সদস্যের নাম অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

চ. বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার হতে অব্যাহতি, পদত্যাগ, চূড়ান্ত বরখাস্ত অথবা চাকুরি পরিবর্তন করলে সদস্যের সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রদানকৃত চাঁদার উপর কোনো অর্থ দাবি করতে পারবে না।

ছ. নিয়মিত বার্ষিক চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে অবসর গ্রহণের পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সদস্যপদ বহাল থাকবে।

৫. তহবিল গঠন

ক. সদস্যদের প্রদানকৃত চাঁদা (সদস্য চাঁদা, বার্ষিক চাঁদা, এককালীন চাঁদা) থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

খ. অ্যাসোসিয়েশন হতে প্রাপ্ত অনুদান।

গ. অন্যান্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সরকার কর্তৃক প্রদেয় অনুদান প্রভৃতি উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ. সদস্যদের নিকট হতে সদস্য চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত (মেডিকেল ভাতার সমপরিমাণ) সমুদয় অর্থ 'স্থায়ী তহবিল' হিসেবে বিবেচিত হবে। স্থায়ী তহবিলে ৩ (তিন) কোটি টাকার বেশি জমা হলে উদ্বৃত্ত অর্থ বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন সাপেক্ষে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা যাবে।

ঙ. বার্ষিক সদস্য চাঁদা, স্থায়ী তহবিলের লভ্যাংশ, বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদান 'সহায়তা তহবিল'-এ সংরক্ষণ করে সদস্যদের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে। পরিচালনা কমিটি বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থায়ী তহবিল এর টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

চ. সমিতির মাধ্যমে প্রতি বছর সাময়িকী বা বার্ষিকী প্রকাশ করা হবে এবং এই বার্ষিকীতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বার্ষিকীর খরচ মেটানোর পর বাকি অর্থ 'সহায়তা তহবিল'-এর ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।

ছ. কল্যাণ তহবিলে অর্থ ঘাটতির প্রেক্ষিতে সদস্যদের বিশেষ চাঁদা নির্ধারণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ।

৬. পরিচালনা কমিটি গঠন

'বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণ তহবিল' পরিচালনার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে।

ক. 'সভাপতি'-০১ জন (অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদাধিকার বলে)

খ. 'সহ-সভাপতি'-০১ জন (অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে)

গ. 'সম্পাদক'-০১ জন (অ্যাসোসিয়েশনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদাধিকার বলে)

ঘ. 'সদস্য'- ০৬ জন অ্যাসোসিয়েশনের অর্থসম্পাদক পদাধিকার বলে সদস্য-১ এবং সহ-সমাজকল্যাণ সচিব পদাধিকার বলে সদস্য-২ হবেন।

২ জন 'সদস্য' অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন। তাছাড়া অন্য ২ জন সদস্য এককালীন চাঁদা প্রদানকারী সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন। তবে এককালীন চাঁদা প্রদানকারী সদস্যদের মধ্য থেকে কাউকে পাওয়া

না গেলে অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্য থেকে সদস্য নির্বাচিত হবেন। কমিটির কোনো সদস্যের কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক না হলে বা কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালনা কমিটিতে নতুন সদস্য নির্বাচন করতে হবে।

৭. কল্যাণ তহবিলের কার্যালয়

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় কল্যাণ তহবিলের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৮. পরিচালনা কমিটির সভা ও কোরাম

ক. সভাপতির পরামর্শক্রমে সম্পাদক প্রতি ০৩ মাসে কমপক্ষে একটি সভা আহবান করবেন।

খ. সভা ভার্চুয়াল বা সরাসরি অনুষ্ঠিত হতে পারে।

গ. কমিটির ০৯ জনের মধ্যে ০৫ জন উপস্থিত হলে কোরাম পূর্ণ হবে।

৯. পরিচালনা কমিটির কার্যাবলি

ক. এই নীতিমালার আলোকে সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ, সদস্যপদ রহিতকরণ, তহবিল সংগ্রহ, তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ, ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশনের নিকট সুপারিশ করা।

খ. নীতিমালার আওতায় আর্থিক সহায়তার আবেদনপত্র গ্রহণ, যাচাইবাছাই, প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা। প্রাথমিকভাবে কমিটি নিম্নলিখিত প্রকৃতির ভিত্তিতে আবেদনপত্র শ্রেণিবিন্যাস ও সহায়তা মঞ্জুর করবেন।

গ. আবেদনপত্র যাচাইবাছাই এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আগে পরিচালনা কমিটি প্রাপ্ত আবেদনসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করবেন।

ঘ. যাচাইবাছাই শেষে পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে আর্থিক সহায়তা অনুমোদিত হবে। পরিচালনা কমিটি আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আবেদনসমূহ যাচাইবাছাই ও সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

ঙ. কল্যাণ তহবিল নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ক্রমিক	রোগের নাম	সমস্যা/রোগের অবস্থা/প্রকৃতি	মঞ্জুরির পরিমাণ
০১	হৃদরোগ/মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত অসুস্থতা বা সমজাতীয় রোগ	হাসপাতালে ভর্তি/গুরুতর অবস্থা/দেশ-বিদেশে চিকিৎসা	সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা
০২	প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনাজনিত	আহত/বিকলাঙ্গ/অঙ্গহানি/ দীর্ঘকালীন চিকিৎসা	সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা
০৩	দীর্ঘমেয়াদি দুরারোগ্য ব্যাধি	ক্যান্সার/পক্ষাঘাত/টিউমার /ব্রেন হ্যামারেজ/লিভার সিরোসিস/কিডনি ডায়ালাইসিস অথবা প্রতিস্থাপন ইত্যাদি	সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা
০৪	শিক্ষা সহায়তা (সন্তানের বয়স ২৩ বছর পর্যন্ত)	মৃত সদস্যের ছেলে-মেয়ে	প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা

১০. পরিচালনা কমিটির মেয়াদকাল

কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণ হতে দুই (০২) বছর। অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের পরই নতুন কমিটি গঠিত হবে। নতুন কমিটি গঠিত হওয়ার সাথে সাথে পূর্ববর্তী কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। নতুন কমিটি গঠিত হলেই পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ববর্তী কমিটি নতুন কমিটির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

১১. পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. **সভাপতি :** পরিচালনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কল্যাণ তহবিলের কাজের সমন্বয়, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করবেন। নীতিমালার প্রতিটি ধারার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

খ. **সহ-সভাপতি :** সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. **সম্পাদক :** প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে কমিটির সভা ডাকবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিটি সভায় তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অডিট রিপোর্ট পেশ করবেন। বছরের প্রথমে আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈরি করবেন। তহবিল সংগ্রহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন এবং যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

ঘ. **সদস্য :** সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বিসিএস ব্যাচে জ্যেষ্ঠ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্যগণ, সভাপতি ও সম্পাদককে সকল কর্মকাণ্ডে সহায়তা করবেন।

১২. কল্যাণ তহবিল হতে অর্থ সহায়তার জন্য আবেদন করার নিয়ম

ক. শুধু চাঁদা প্রদানকারী সদস্য এ তহবিল হতে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

খ. সদস্যপদ গ্রহণের ন্যূনতম ১২ মাস পর এ তহবিল হতে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা যাবে। তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালনা কমিটি এ শর্তের এক-চতুর্থাংশ সময় শিথিল করতে পারবেন।

গ. কল্যাণ তহবিল হতে কোনো সদস্য একবার সহায়তা পেলে পরবর্তী ২ (দুই) বছর তিনি এ তহবিল হতে কোনো প্রকার সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না। সমগ্র চাকরিজীবনে কোনো সদস্য সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বার এ তহবিল হতে সহায়তা পেতে পারেন। তবে বিশেষ অবস্থায় এ তহবিল এর পর্যাপ্ত সংস্থান থাকা সাপেক্ষে পরিচালনা কমিটি এ বিষয়ে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

ঘ. এ খাত হতে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ ও সহায়তা দাবির স্বপক্ষে প্রমাণসহ সভাপতি বরাবর অ্যাসোসিয়েশনের ইউনিট কমিটির সভাপতি/সম্পাদক অথবা যেখানে ইউনিট কমিটি নেই সেখানে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র সভাপতির পক্ষে সম্পাদক প্রক্রিয়া করবেন।

ঙ. সদস্যের আবেদন অগ্রায়নের সময় সংশ্লিষ্ট সমিতির ইউনিট কমিটির সভাপতি/ সম্পাদক অথবা প্রতিষ্ঠানপ্রধান সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসমূহের সত্যতা যাচাই করবেন।

১৩. হিসাব নিরীক্ষা

অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্য হতে একজন আহ্বায়ক ও ২ (দুই) জন সদস্যসহ মোট ৩ সদস্যের নিরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে কল্যাণ তহবিলের সকল হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুমোদনক্রমে

আহ্বায়ক সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন ও এ নীতিমালার আলোকে নিরীক্ষাকার্য পরিচালনা করবেন। নিরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক এ নীতিমালার আওতায় নিরীক্ষা কাজের কলেবর বর্ধিত করতে পারবেন। উল্লেখ্য, নিরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কসহ সকল সদস্য অবশ্যই পরিচালনা কমিটির বহির্ভূত হবেন এবং চাঁদা প্রদানকারী সদস্য হবেন। নিরীক্ষা কার্য-সম্পাদন সাপেক্ষে নিরীক্ষা কমিটি সভাপতির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রতিবেদনে তহবিল ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবহিদিতার বিষয়টি প্রতিফলন করতে পারবেন। এছাড়া তহবিল ব্যবস্থাপনা, সহায়তার জন্য নির্বাচন পদ্ধতি, অর্থ বিতরণ পদ্ধতিসহ সামগ্রিক বিষয়ে সুপারিশ পেশ করবেন।

১৪. তহবিলের ব্যবহার

নীতিমালার আলোকে কল্যাণ তহবিলের অর্থ সদস্যদের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে। পরিচালনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করা যাবে। কল্যাণ তহবিলের অর্থ এই নীতিমালায় বর্ণিত খাত ব্যতীত অন্য কোনো খাতে ব্যয় বা স্থানান্তর করা যাবে না।

১৫. কল্যাণ তহবিল হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি

ক. সকল আয়-ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে নির্বাহ করতে হবে। কমিটির সভাপতি, সম্পাদক এবং সদস্য-১ এই তিনজনের যৌথ নামে কল্যাণ তহবিলের দুটি হিসাব খোলা হবে। একটি 'স্থায়ী তহবিল', অন্যটি 'সহায়তা তহবিল'। সদস্য-১ এবং সভাপদি/সম্পাদকের যেকোনো একজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাবসমূহ পরিচালিত হবে। তবে চেক প্রদানের সময় রেজিস্টারে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

খ. ব্যাংক হিসাব জনতা ব্যাংক কর্পোরেট শাখা, তোপখানা রোড, ঢাকায় পরিচালিত হবে। তবে প্রয়োজনে অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে শাখা বা ব্যাংক পরিবর্তন করা যাবে।

গ. স্থায়ী তহবিল এর জন্য একটি মেয়াদি ব্যাংক হিসাব ও সহায়তা তহবিল এর জন্য একটি পৃথক সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব থাকবে।

ঘ. কল্যাণ তহবিলের ব্যাংক হিসাব খোলার সময় প্রাথমিক সদস্যদের নিকট হতে মেডিকেল ভাতা হতে প্রাপ্ত সমুদয় টাকা একটি স্থায়ী তহবিলে জমা রাখতে হবে। স্থায়ী তহবিল হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ, সদস্য চাঁদা, অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত চাঁদা ও অনুদান 'সহায়তা তহবিল'-এ জমা হবে।

১৬. নীতিমালা রদ, প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংযোজন

ক. কল্যাণ তহবিল নীতিমালা (সংশোধিত)-২০২৩ কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০১১ রদ করা হলো। তবে কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০১১ এর আলোকে কেউ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে তিনি কল্যাণ তহবিল নীতিমালা (সংশোধিত)-২০২৩ এর সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করতে হবে।

খ. অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নীতিমালা প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে এবং তা সাধারণ সভায় গৃহীত হতে হবে।

১৭. ব্যাখ্যা

এই নীতিমালার কোনো ধারা, উপধারা বা শব্দে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

... সমাপ্ত...

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন কল্যাণ তহবিল হতে
সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন ফরমের নমুনা

তারিখ :

বরাবর
সভাপতি
কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি
বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন।

বিষয় : আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন পূর্বক আমি নিম্ন-স্বাক্ষরকারী বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি নিম্নে প্রদান করা হলো।

নাম	:
আইডি	:
পদবি	:
কর্মস্থল	:
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:
মোবাইল নম্বর	:
অসুস্থ ব্যক্তির নাম	:
সদস্যের সাথে সম্পর্ক	:
অসুস্থতার বিবরণ (প্রমাণসহ) (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাবে)	:

সুপারিশ

আবেদনকারী বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন কল্যাণ তহবিলের সদস্য। তাঁর উল্লিখিত সকল বিবরণ সঠিক। সুতরাং তার আর্থিক সাহায্যের আবেদনটি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করছি।

সভাপতি, ইউনিট কমিটি/অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠানপ্রধানের স্বাক্ষর ও সিল

অনুমোদন

আবেদনকারীর আবেদনসহ কাগজপত্র যাচাই করা হয়েছে। তাই তার অনুকূলে ..... টাকা সহায়তা প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

..... টাকা অনুমোদন করা হলো।

সম্পাদক

সভাপতি

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের জন্য কার্যকর কল্যাণ তহবিল নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। অবশেষে কাজটি সম্পন্ন করতে পেরে ভালো লাগছে। কল্যাণ তহবিলটি কার্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কতিপয় সংশোধনী অনিবার্য হওয়ায় বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মূল চেতনা ঠিক রেখে নীতিমালাটি সংশোধন করা হয়েছে। যদিও এই তহবিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ নগণ্য, যা দিয়ে কারো শতভাগ প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে না তবুও এই তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ সহকর্মীদের অসুস্থতায় বা প্রয়োজনে অনেকটা সহায়ক হবে বলে মনে করি। নীতিমালাটি সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটির আহ্বায়ক, প্রফেসর গোলাম মোস্তফা, সহ-সভাপতি ও সদস্যসচিব জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদকসহ নির্বাচিত ও অনির্বাচিত যেসকল সহকর্মী মেধা, সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী)
সভাপতি
বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন

(মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা)
সাধারণ সম্পাদক
বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন